ব্রিফিং নোট

মে ২০২৫

৬

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE
Funded by the European Union
Global Gateway

জনসম্পৃক্ত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সংলাপ সম্পর্কে

এসডিজি'র মূল দর্শনই হচ্ছে 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না'। এ দর্শন বাস্তবায়নের জন্য যে কর্মকৌশল গ্রহণের কথা বলা হয়েছে তা হলো হোল অব সোসাইটি অ্যাপ্রোচ বা সমগ্র সমাজ পদ্ধতি। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় ও তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচিতে সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া এবং তা ব্যবহারের প্রধানতম মাধ্যম হচ্ছে জাতীয় বাজেট। এই বাজেট মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পারছে, তা নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না। যাদেরকে উদ্দেশ্য করে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়, তারা বাজেট থেকে সুফল পাচ্ছেন কি না এবং স্থানীয় পর্যায়ে থেকে এ বিষয়গুলোকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করছেন, তা সঠিকভাবে জানা জরুরি। বাজেটের আওতায় শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেগুলো আসলে যথাযথভাবে বরাদ্দের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারছে কি না, শিক্ষায় বিনিয়োগের সুফল টার্গেট গ্রুপ সঠিকভাবে পেল কি না, অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য রয়েছে কি না প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের কারিগরি শিক্ষার কার্যকারিতা মূল্যায়নের অংশ হিসেবে ২০২৪ সালের ২ মে সিপিডি'র উদ্যোগে, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এর সহায়তায় এবং নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ও ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাজেশন (ইএসডিও)-এর সার্বিক সহযোগিতায় পঞ্চগড়ে 'যুব কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে স্থানীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা' শীর্ষক এক সংলাপের আয়োজন করে। এতে স্থানীয় সংসদ সদস্য, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, নারী উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এ সংলাপে অংশ নেন।

cpd.org.bd
cpd.org.bd
cpdbangladesh
CPDBangladesh

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন), ধানমন্ডি
ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৫৮১৫৬৯৮৩
ই-মেইল: info@cpd.org.bd

পঞ্চগড় সংলাপ

কারিগরি শিক্ষার উন্নতি ব্যতিরেকে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়

প্রারম্ভিক আলোচনা

আলোচনার সূচনা বক্তব্যে সভাপ্রধান উল্লেখ করেন, দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শত ভাগে উন্নীত হয়েছে, কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও আছে। অনেক স্থানে মাদ্রাসা শিক্ষা সহজলভ্য হওয়ায় অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আবার অবস্থাপন্ন পরিবারের শিশুরা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে যাচ্ছে। সার্বিকভাবে শিক্ষা খাতে কেমন চিত্র বিরাজ করছে, তা খতিয়ে দেখা জরুরি।

আগামী দিনে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে নিয়ে যাওয়া, এলডিসি থেকে উত্তরণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা ও এসডিজি বাস্তবায়নে মূল সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ও সিপিডির পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ওইসব সভায় মোট ১১টি সমস্যা চিহ্নিত হয়। এসব সমস্যার এক নম্বরে যেটি এসেছে তা হচ্ছে—যদি গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা না দেওয়া যায়, তাহলে কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশ স্বচ্ছন্দে উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে যেতে পারবে না। গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানতম চ্যালেঞ্জ। আর এই গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা কেউ পাচ্ছে, আবার কেউ পাচ্ছে না। এর ফলে এক ধরনের বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে। একপক্ষ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চাকরির বাজারে ভালো অবস্থান করছে, অন্য আরেক পক্ষ আছে যাদের ডিগ্রি আছে, কিন্তু ওই ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে যে ধরনের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়, তা তাদের নেই। ফলে তারা ভালো চাকরি পাচ্ছে না এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে পারছে না। ফলে নতুন ধরনের বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিভাজন থেকে বেরোতে হবে। সেখান থেকে বেরোনোর জন্য কী করণীয় তা অনুধাবনের জন্যই এই আলোচনা। বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে বের হবার জন্য কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে বলে সভাপ্রধান উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। কারণ যারা কারিগরি শিক্ষায় যান, তাদের প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিতদের তুলনায় কম মর্যাদা দেওয়া হয়।

প্রারম্ভিক বক্তব্যে আরও জানানো হয়, বর্তমানে ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুবসমাজের প্রায় ৪০ শতাংশ কোনো ধরনের শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের মধ্যে নেই। এছাড়া যারা শিক্ষিত তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার বেশি। এই পরিস্থিতি থেকে বের হবার জন্য একটি বাস্তবধর্মী বিষয় নিয়ে পঞ্চগড়ের এই আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষার বিদ্যমান পরিস্থিতি

২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট মাধ্যমিক (এসএসসি, দাখিল ও বৃত্তিমূলক) পাস করা শিক্ষার্থীদের ২০ শতাংশকে কারিগরি প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সরকার। এ লক্ষ্যে ৫৮টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ৮৬ লাখ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর মধ্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় সাড়ে ১৪ লাখ। এর বাইরে ২৩ লাখ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য। ৯ লাখ শিক্ষার্থীকে শিক্ষানবিশ হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দুই লাখ ৪১ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য। কারিগরি প্রশিক্ষণের বিষয়ে আওয়ামী লীগের ২০২৪ সালের নির্বাচনের ইশতেহারেও জোর দেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সালের পর থেকে বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। সেটা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় ক্ষেত্রেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি। তবে শঙ্কার বিষয় হচ্ছে, ঝরে পড়ার হারও বাড়ছে। তবে কারিগরিতে স্নাতক পর্যায়ের ডিপ্লোমায় যে হারে ভর্তির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটি পূরণ হচ্ছে না। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা বিদ্যমান তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ কম। মোট শিক্ষা বাজেটের সাড়ে চার শতাংশের মতো এ খাতে বরাদ্দ হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার অন্যান্য খাতের বরাদ্দ কাটছাঁট ব্যতিরেকেই শিক্ষায় মোট বরাদ্দ বাড়ানোর মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি বাজেট বাস্তবায়নে সক্ষমতা বাড়ানোর ওপরও জোর দেওয়া হয়। কেননা বিগত কয়েক বছরে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর তাদের প্রাপ্ত বাজেট খরচ করতে পারেনি বলে বিশ্লেষণে উঠে আসে।

কারিগরি শিক্ষার চ্যালেঞ্জসমূহ

বক্তারা উল্লেখ করেন, দেশে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা ধরনের ত্রুটি ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, বিনিয়োগের স্বল্পতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি এবং সক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষকের স্বল্পতা। জরিপে উঠে এসেছে, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যারা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন, তারা কারিগরি বিষয়ে ডিগ্রিধারী নন। বরং তারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। ফলে এসব শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ পাঠদান করতে পারছেন না।

আলোচনায় উঠে আসে, পঞ্চগড়ে যে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেখানে পড়ালেখা করার পর স্থানীয় পর্যায়ে কাজের সুযোগ কম। কারণ পঞ্চগড়ে উল্লেখযোগ্য কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান নেই। এছাড়া বহির্বিশ্বে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত জনশক্তির যে চাহিদা রয়েছে, সেখানেও পঞ্চগড়ের মানুষের অংশগ্রহণ কম।

কারিগরি শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে

অংশগ্রহণকারীরা বলেন, দেশের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা এমনিতেই সাধারণ শিক্ষার তুলনায় পিছিয়ে আছে। আবার যে শিক্ষা অবকাঠামো আছে, সেখানেও নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তাই কারিগরি শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। একই সঙ্গে নারীরা যাতে ড্রাইভিং, হালকা প্রকৌশল শিল্পসহ অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, সে ব্যাপারে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

নারী উদ্যোক্তাদের পণ্যের বাজারজাতকরণ সুবিধা বাড়াতে হবে

বক্তারা বলেন, নারী উদ্যোক্তারা যাতে তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় বাজার অবকাঠামো সৃষ্টি করতে হবে। তারা উল্লেখ করেন, প্রান্তিক পর্যায়ে বেশকিছু নারী উদ্যোক্তা রয়েছেন, যারা অনলাইনে আন্তর্জাতিক পরিসরে তাদের পণ্যের প্রসার ঘটাতে পারলেও উপযুক্ত বাজার অবকাঠামোর অভাবে স্থানীয় বাজারে তেমন সুযোগ পাচ্ছেন না।

বক্তারা আরও জানান, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় বাণিজ্য মেলা হয়। সেসব মেলায় নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনের তেমন সুযোগ দেওয়া হয় না। এ ধরনের মেলায় ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়া হলে তাদের পণ্যের প্রসার ঘটবে এবং দেশের বাইরেও বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। তবে ব্যবসায়ী নেতারা উল্লেখ করেন, উদ্যোক্তারা যদি তাদের পণ্য মেলায় প্রদর্শনের জন্য চেম্বার বা সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাহলে সহজেই তারা মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা কী করছেন তার ফলোআপ জরুরি

আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, সরকারের নানা ধরনের উদ্যোগ রয়েছে। প্রথাগত কারিগরি শিক্ষার বাইরেও সরকারের বিভিন্ন সংস্থা মানুষের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর প্রভৃতি। এসব প্রতিষ্ঠান সারাবছর ধরে জেলা পর্যায়ে নারী ও পুরুষদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। বিশেষ করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে এসব প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। কিন্তু প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের কতজন উদ্যোক্তা হতে পারবে বা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে, সে বিষয়ে কোনো ফলোআপ করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে কেবল প্রশিক্ষণকালের ভাতাপ্রাপ্তির লক্ষ্যেই অনেকে প্রশিক্ষণে অংশ নেন বলে আলোচনায় উঠে আসে। এক্ষেত্রে আলোচকরা একটি মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন, যে মূল্যায়নের মাধ্যমে উল্লিখিত প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা নিরূপণ করা যাবে। এর পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের বিকাশে হসপিটালিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির বিষয়ে বক্তারা তাগিদ দেন।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে
বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়, সেগুলোর উপযোগিতা কতটুকু সে বিষয়টিও যাচাই করা হয় না। বিশ্ব পরিস্থিতির বদলের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশিক্ষণ মডিউলেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন, সে বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো তেমন উদ্যোগ নেয় না।

তারা উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে যে জনসংখ্যা রয়েছে, তার মধ্যে ১০ কোটির কাছাকাছি মানুষ কারিগরি প্রশিক্ষণ পাওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু এত বিশালসংখ্যক মানুষকে বাংলাদেশের শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ নেই। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়, যাতে এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা বিদেশে কাজ খুঁজে নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ তারা উল্লেখ করেন, বিদেশে চিকিৎসক ও নার্সের অনেক চাহিদা রয়েছে । কিন্তু বাংলাদেশের ডিগ্রিকে অনেক দেশ মূল্যায়ন করে না। এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের ভালো মানের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ

বিদ্যমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রামের অধিকাংশ শিশুকে তাদের অভিভাবকরা মাদ্রাসায় পাঠাচ্ছেন। ব্যক্তি উদ্যোগে গ্রামীণ জনপদে অসংখ্য মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। এসব মাদ্রাসায় যেসব শিশু ভর্তি হয়, পরে তাদের বিরাট অংশ পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই ছিটকে পড়ে। তারা এমন একটি পর্যায়ে আসে যে মূল ধরার শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আর বয়স থাকে না । অন্যদিকে তারা ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দুর্বল অবকাঠামোর মাদ্রাসায় পড়ালেখার ফলে কোনো কারিগরি দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। একপর্যায়ে তারা অদক্ষ জনসংখ্যায় পরিণত হয়। এ ব্যবস্থা থেকে উত্তরণে মাদ্রাসায় যারা পড়ালেখা করে তাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেন বক্তারা।

মেডিকেল সেক্টরে দক্ষ টেকনিশিয়ান সৃষ্টি করতে হবে

স্থানীয় আলোচকরা জানান, পঞ্চগড়ে অনেক বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে। এসব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। কিন্তু সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য দক্ষ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নেই। ফলে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তাই দক্ষ টেকনিশিয়ানের ঘাটতি মেটাতে স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়। বক্তারা বলেন, পঞ্চগড়ের স্থানীয়রা দেশের অন্য অঞ্চল বা বিদেশে পাড়ি জমাতে তেমন আগ্রহী নয়। তাই তারা যাতে স্থানীয় পর্যায়ে নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এক্ষেত্রে মেডিকেল টেকনোলজিসহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের দুর্নীতি রোধের উদ্যোগ নিতে হবে

বক্তারা অভিযোগ করেন, কারিগরি ক্ষেত্রে সনদ জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে অনেককে সনদ দেওয়া হচ্ছে। যারা অর্থ দিতে পারছে না, তাদের ফেল করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে ভালো শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করছেন। এর ফলে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ থেকে বেরিয়ে আসতে দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হবে। এরই মধ্যে গণমাধ্যমে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান বক্তারা। প্রয়োজনীয় দক্ষতা ছাড়াই দুর্নীতির মাধ্যমে সনদ অর্জন করে বিদেশে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কাজে পারদর্শিতা দেখাতে না পারায় দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ œ হচ্ছে উল্লেখ করে বক্তারা কারিগরি শিক্ষার কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দেন।

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে ৪আইআর উপযোগী সরঞ্জাম সংযোজন করতে হবে

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ভালো শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষায় আসতে আগ্রহী হচ্ছে না বলে উল্লেখ করে আলোচকরা বলেন, শিক্ষার্থীদের এ শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে প্রচার-প্রচারণা বাড়াতে হবে। এরই মধ্যে এ উদ্যোগ শুরু হয়েছে। তবে তা আরও জোরদার করতে হবে। তারা বলেন, জাতিকে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে তুলতে না পারলে সরকারের ঘোষিত ২০৪১ সালের উন্নত দেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা ৪আইআর-এর উপযোগী যন্ত্রপাতির সন্নিবেশ ঘটাতে হবে। অন্যথায় গতানুগতিক প্রশিক্ষণ দিয়ে আধুনিক বিশ্বের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে না।

কৃষিক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার বিকাশ সাধন

স্থানীয় বক্তারা উল্লেখ করেন, পঞ্চগড় একটি কৃষিসমৃদ্ধ জেলা। জেলায় নিত্যনতুন ফসলের চাষাবাদ হচ্ছে। তাই কৃষিতে কারিগরি দক্ষতা বাড়ানো গেলে জেলার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি কৃষিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগবে। এছাড়া বর্তমানে যেসব কৃষক রয়েছেন, তাদের জন্য তিন মাস বা ছয় মাসমেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা যেতে পারে। এর বাইরে বর্তমানে পঞ্চগড়ে চা আবাদ হচ্ছে। তাই কৃষকদের যদি চা উৎপাদনের বিষয়ে ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, তাহলে ফলন আরও বাড়বে। পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে সহজে উদ্যোক্তা হতে পারবেন।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে

কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, এমন ব্যক্তিরা আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, দেশে চাকরির বাজার সীমিত হওয়ায় প্রশিক্ষণ শেষ করে অধিকাংশই চাকরি পান না। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য। কিন্তু উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য যতটুকু পুঁজি দরকার, তা প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হয় না। কারণ প্রশিক্ষণার্থীদের অধিকাংশই নিম্নœবিত্ত ও নিম্নœ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিবার থেকে আসেন। এক্ষেত্রে যারা ব্যাংকঋণের জন্য চেষ্টা করেন, তারাও ব্যর্থ হন। কারণ ব্যাংকের ঋণ পাওয়া সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার মতো কঠিন কাজ । অন্যদিকে বিদেশে পাড়ি জমানোর উদ্দেশ্যে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, তারাও বিদেশ গমনের অর্থ জোগাড় করতে না পেরে বেকার বসে থাকেন । যে কারণে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পঞ্চগড়ে রেমিট্যান্স থেকে আয় কম। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে বিদেশ গমনেচ্ছু এবং যারা

উদ্যোক্তা হতে চান তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান সংশ্লিষ্টরা।

কারিগরি শিক্ষার উন্নতির পেছনে বড় বাধা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা উল্লেখ করেন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বেকারদের তুলনায় কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মজীবীদের সামাজিক মর্যাদা অনেক কম। সাধারণভাবে মানুষ ব্যঙ্গ করে বলে থাকেন, যারা কারিগরিতে পড়ালেখা করেন, তারা মিস্ত্রি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এসব কারণে কোনো শিক্ষকও তার সন্তানকে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াতে চান না। এই বৈষম্যমূলক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে একটু সচ্ছল পরিবারের মানুষ তাদের ছেলেমেয়েদের কারিগরি শিক্ষায় পাঠায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি এ খাতে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। আধুনিক কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি দরকার, তা ক্রয় করার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। এর পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাকে জনপ্রিয় করতে জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। এছাড়া শিক্ষকদের পক্ষ থেকে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে শিক্ষার্থী আনার চেষ্টা করতে হবে।

বক্তারা উল্লেখ করেন কারিগরি শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন চাকরিতে কারিগরি বিষয়ে পারদর্শীদের জন্য প্রাধিকার নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তাহলে মানুষ তাদের ছেলেমেয়েদের এ বিষয়ে পড়ানোর জন্য আগ্রহী হবে।

যত্রতত্র কারিগরি প্রতিষ্ঠান নয়

আলোচনায় উঠে আসে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্তসংখ্যক আসন না থাকায় কারিগরি শিক্ষার একটি বাজার রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা এক ধরনের ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি একাধিক কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদন নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এসব প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত শিক্ষক নেই। এগুলো একপ্রকার সনদ বিক্রির প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে আলোচনায়। এমন পরিস্থিতিতে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ পরিবীক্ষণের আওতায় আনার প্রস্তাব দেন আলোচকরা।

জনমিতিক লভ্যাংশ কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে

আলোচনায় অংশ নিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে জনমিতিক লভ্যাংশ সময়কাল অতিক্রম করছে। কিন্তু এ সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছে না। ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী ১৭ শতাংশ জনগোষ্ঠী কোনো ধরনের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মে নেই। এটি আমাদের জন্য এক বিরাট ক্ষতি। জনমিতির লভ্যাংশ কাজে লাগাতে না পারলে বাংলাদেশ উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে না। এই লভ্যাংশ কাজে লাগাতে হলে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে এবং তাদের বৈশ্বিক কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তুলতে হবে। আর সেটি করতে হলে আবশ্যিকভাবে কারিগরি শিক্ষায় জোর দিতে হবে। এজন্য নিজেদের অবস্থান থেকে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন জনপ্রতিনিধিরা।

দক্ষতার অভাবে মোটা অঙ্কের অর্থ বিদেশ চলে যাচ্ছে

আলোচকরা বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাইরেও সরকারের ২৩টি মন্ত্রণালয় এবং ৩০টির অধিক বিভাগ বিভিন্ন ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। কিন্তু সেসব প্রশিক্ষণ কতটা দেশের চাকরির বাজার এবং স্থানীয় শিল্প ও সেবা খাতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সে বিষয়টি মূল্যায়ন করা হয় না । এর ফলে চাকরির বাজারের সঙ্গে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের একটি বড় ব্যবধান থেকে যাচ্ছে। সেই ব্যবধান পূরণের জন্য বিদেশ থেকে উচ্চ বেতন দিয়ে কর্মী আনতে হচ্ছে। এতে প্রতিবছর প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স হিসেবে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। যেসব খাতে বিদেশিরা কাজ করেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তৈরি পোশাক শিল্প। অথচ এই শিল্পের শ্রমচাহিদা মেটানো আমাদের পক্ষে তেমন কঠিন বিষয় নয়। কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে জনশক্তিকে প্রশিক্ষিত করতে না পারায় আমরা বিপুল অর্থ হারাচ্ছি। দেশে যেসব বিদেশি নাগরিক কাজ করেন, তাদের মধ্যে ৫১ শতাংশ ভারতীয় নাগরিক বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। তারা উল্লেখ করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রতিবছর হাজার হাজার স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী বের হচ্ছে, কিন্তু তাদের কোনো দক্ষতা নেই। সনদসর্বস্ব এসব শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বেকার থাকছে।

তারা উল্লেখ করেন বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের মতো প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঁচ-ছয় বিলিয়ন ডলার ঋণের জন্য ধরনা দিচ্ছে। অথচ শ্রমবাজারের উপযুক্ত জনশক্তি তৈরি করা গেলে পুরো ১০ বিলিয়ন ডলার দেশে থাকত।

জনশক্তির মধ্যে নৈতিকতার উন্মেষ ঘটাতে হবে

আলোচনায় উঠে আসে, যেসব বিদেশি নাগরিকদের তৈরি পোশাকশিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পে নিয়োগ দেওয়া হয়, তাদের সমপর্যায়ের বা তাদের চেয়েও দক্ষ জনশক্তি দেশীয় নাগরিকদের মধ্যে পাওয়া গেলেও অনেক ক্ষেত্রে বিদেশি নাগরিক নিয়োগেই শিল্পোদ্যোক্তারা বেশি আগ্রহী হন। এর কারণ হিসেবে তারা বলেন, দেশীয় কর্মীদের নৈতিকতা ও পেশাদারিত্বের জায়গাটি খুবই দুর্বল। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অনেক গোপনীয় বিষয় দেশীয় কর্মী যারা উচ্চ পদে কর্মরত, তারা অন্য প্রতিষ্ঠানে জানিয়ে দেন বা কর্মীদের মধ্যে অনেক সময় গ্রুপ সৃষ্টি করেন। এর ফলে কারখানায় গন্ডগোল দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে মালিকের সঙ্গে রেশারেশি করে শ্রমিকরা কারখানায় আগুন লাগিয়ে দেন। এক্ষেত্রে অনেক সময় নেতৃত্বের পর্যায়ে থাকা দেশীয় কর্মীদের ইন্ধন থাকে। সে কারণে উদ্যোক্তারা মধ্যবর্তী ব্যবস্থাপনাগত পর্যায়ে বিদেশি নাগরিক নিয়োগেই বেশি আগ্রহী

হন। কাজেই আমাদের শ্রমশক্তিকে নৈতিক শিক্ষা ও পেশাদারিত্বে বলীয়ান হতে হবে।

কারিগরি দক্ষতার পাশাপাশি ভাষাগত দক্ষতা বাড়াতে হবে

বক্তারা উল্লেখ করেন, আমাদের দেশ থেকে অনেক মানুষ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় যায় কর্মসংস্থানের জন্য। কিন্তু তাদের আরবি ভাষায় দক্ষতা না থাকায় তারা ভারত বা ফিলিপাইনের মতো দেশের নাগরিকদের তুলনায় কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য হন। এক্ষেত্রে কওমী মাদ্রাসাসহ অন্যান্য মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের যদি কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা যায়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে বাংলাদেশিরা উচ্চ বেতনে চাকরি পাবে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। একজন জনপ্রতিনিধি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়ে সফল হতে পারেননি। তবে তিনি বিশ্বাস করেন, এটি করা সম্ভব এবং পুনরায় এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার তাগিদ দেন। একইভাবে ফ্রিল্যান্সারদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষ করে গড়ে তোলার তাগিদ দেন তিনি। এর পাশাপাশি যারা কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন, তাদের ভাষার প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশে পাঠানোর পরামর্শ দেন বক্তারা।

কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে শিল্পের সংযোগ ঘটাতে হবে

স্থানীয় আলোচকরা বলেন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোয় নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তৈরি পোশাকশিল্পের ওপরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু এসব প্রশিক্ষণে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান বিতরণের চেয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞানই বেশি দেওয়া হয়। ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের লব্ধ জ্ঞান চাকরির বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। এমন বাস্তবতায় বক্তারা প্রশিক্ষণের সঙ্গে শিল্পের সংযোগ সাধনের তাগিদ দেন।

পঞ্চগড়ের ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগানোর আহ্বান

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পঞ্চগড় ভৌগোলিকভাবে একটি কৌশলগত জায়গায় অবস্থান করছে। এখানে চারটি দেশের সীমান্ত অত্যন্ত কাছাকাছি। ভারত, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ। এখানে একটি স্থলবন্দরও রয়েছে। কাজেই এসব অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে পঞ্চগড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো সম্ভব বলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা মনে করেন । সেজন্য তারা সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করেন। একই সঙ্গে পঞ্চগড়ে যেসব দর্শনীয় স্থান রয়েছে, সেগুলোর ব্র্যান্ডিং করার মাধ্যমে পর্যটনশিল্পের আরও বিকাশ সাধনে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান। আর পর্যটকদের যাতে উন্নত সেবা দেওয়া যায়, সেজন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে। সেই জনশক্তি তৈরির জন্য কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হোটেল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ জোরদার করার তাগিদ দেওয়া হয়।

স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে

স্থানীয় ব্যবসায়ী নেতারা আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে যেসব কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, তারা স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠন চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে তেমন সংযোগ রক্ষা করে না। ফলে তারা কী ধরনের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এবং বাজারে কী ধরনের জনবলের চাহিদা রয়েছে, সে বিষয়ে একটি ব্যবধান থেকে যায়। এই ব্যবধান ঘোচাতে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সভা-সেমিনারে চেম্বারকে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব দেন চেম্বার নেতারা। একই সঙ্গে তিন মাস বা ছয় মাস অন্তর আলোচনা সভা ও সেমিনার আয়োজনের প্রস্তাব দেন তারা।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম ও মূল্যবোধের চেতনা জাগ্রত করতে হবে

আলোচনায় অংশ নিয়ে স্থানীয় সুধীজনরা বলেন, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেশপ্রেম ও মূল্যবোধের বিষয়ে কোনো পাঠদান করা হয় না। বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডটি যে কারও দয়ায় প্রাপ্ত নয় এবং অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে, সে বিষয়টি সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের মননে গেঁথে দেওয়া হয় না। ফলে দেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো উচ্চাশা সৃষ্টি হয় না। এক ধরনের কূপমন্ডকতা নিয়ে তারা বড় হয়। এ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে বক্তারা শিক্ষকমন্ডলী কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

উপসংহার

এসডিজির মূল দর্শন হচ্ছে কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না। আবার কোনো অঞ্চলকেও পিছিয়ে রাখা যাবে না। সেই ভাবধারা থেকেই এই আলোচনার সূচনা। এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে এবং চলমান রয়েছে। এ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে জানা এবং সেই সমস্যার সমাধান কী হতে পারে, সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা।

বক্তারা উল্লেখ করেন সমাজে যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়, তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থার নাম পরিবর্তন করে প্রযুক্তিধর্মী শিক্ষা বা প্রযুক্তিমুখী শিক্ষা নামকরণ করা যায় কি না, তা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ তারা বিডিআর বিদ্রোহের পর সংস্থাটির নাম পরিবর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করেন।

আলোচনায় উঠে আসে, বর্তমানে যেসব প্রচলিত কাজ রয়েছে সমাজে, আগামী ১৫-২০ বছরের মধ্যে এর প্রায় ৪০ শতাংশ কাজের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য তাই এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। সেই প্রস্তুতিসম্পন্ন হবে প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে।

আলোচকরা উল্লেখ করেন, ২০২৬ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে যাবে। তখন বাংলাদেশ একটা বিশাল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ রপ্তানিতে পশ্চিমা বিশ্বে যে ছাড় সুবিধা পায়, সেটি আর অব্যাহত থাকবে না। সে ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধানির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা থেকে প্রযুক্তিগত দক্ষতানির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় যেতে হবে। আজকেই এই

আলোচনা আগামী দিনের সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হবে।

আলোচনার সূত্র ধরে সমাপনী বক্তা উল্লেখ করেন, স্থানীয় সমস্যার স্থানীয় সমাধান কীভাবে করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আলোচনাটা কেবল সেখানে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। সরকারি সামষ্টিক অর্থনৈতিক যে বিনিয়োগ আছে, তার সঙ্গেও বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করতে হবে। তা না হলে সরকারি বিনিয়োগের সুফল পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। কাজেই সেসব বিষয় কীভাবে সমাধান করা যায়, তার পথ অনুসন্ধানে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তুগুলো সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে তুলে ধরা হবে।

সভাপতি
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং আহ্বায়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

মূল প্রতিবেদন উপস্থাপক
জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সম্মানিত আলোচক
জনাব মোহাম্মদ সাইফুল মালেক
জেলা শিক্ষা অফিসার, পঞ্চগড়

জনাব আব্দুল মতিন ডালি
অধ্যক্ষ, পঞ্চগড় সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ

জনাব মোঃ মকছুদুল কবির
উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পঞ্চগড়

সম্মানিত অতিথি
জনাব মোঃ আবঃ হান্নান শেখ
চেয়ারম্যান , জেলা পরিষদ, পঞ্চগড়

জাকিয়া খাতুন
মেয়র, পঞ্চগড় পৌরসভা

প্রধান অতিথি
জনাব মোঃ নাইমুজ্জামান ভূঁইয়া, এমপি
মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

সমাপনী বক্তা
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন : মোঃ মাসুম বিল্লাহ্
সিরিজ সম্পাদনায় : অভ্র ভট্টাচার্য

সহযোগিতায়

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Eco-Social Development Organization (ESDO)

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs bdplatform4sdgs

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৫৫০০১৯৯০, ৫৮১৫৬৯৮৩ ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net